RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৮, সংখ্যা: ২৫, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৩ ডিসেম্বর - ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 28, Issue: 25, Cooch Behar, Friday, 13 December - 26 December, 2025, Pages: 8, **Rs. 3**

বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরল মিতালী

নিজস্ব সংবাদদাতা: দীর্ঘসময় অপেক্ষার পর বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরল মিতালী এক্সপ্রেস। ১০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক কাঁটাতার পেরিয়ে সকাল ৯ টা নাগাদ হলদিবাড়ি স্টেশনে পৌঁছায় ট্রেনটি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেন, "মিতালী এক্সপ্রেস ফিরিয়ে আনা হয়েছে।" নতুন করে ফের তা চালুর হবে কি না তা নিয়ে তিনি কিছু বলতে পারেননি। গত ১৭ জুলাই হলদিবাড়ি স্টেশন হয়ে বাংলাদেশের চিলাহাটি হয়ে ঢাকায় পৌঁছায় মিতালী এক্সপ্রেস। সেই সময় বাংলাদেশের পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় ট্রেনটি আর ফিরতে পারেনি। সম্প্রতি দুই দেশের মধ্যে বিদেশ সচিবদের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মিতালী এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সে মতোই মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ থেকে ট্রেনটিকে ভারতে আনা হয়। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বাধীনতার আগে ওই রুট দিয়ে ট্রেন চলত। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত হলদিবাড়ি চিলাহাটি রেল রুটে ট্রেন চলাচল সচল ছিল। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় ওই রুট বন্ধ হয়ে যায়। ফের ২০২১ সালের ২৬ মার্চ দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ওই রুটে মিতালী এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করেন। ২০২২সালের ১ জুন থেকে ওই রুটে ধারাবাহিকভাবে চলাচল করতে শুরু করে মিতালী এক্সপ্রেস। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অচল অবস্থার কারণে চলতি বছরের ১৭ জুলাইয়ের পর আবারও বন্ধ হয়ে যায় ট্রেনটি।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ফের মিলবে এক্স-রে পরিষেবা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: ডিসেম্বরের শেষেই ফের চালু হতে চলেছে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের এক্স-রে পরিষেবা, জানালেন RKS চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল। ১৮ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে বিকল এক্স-রে মেশিন পরিদর্শনে যান জেলা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল। গত ১৭ নভেম্বর থেকে বিকল হয়ে রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের এক্স-রে মেশিন। জেলা হাসপাতালের এক্স-রে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত প্রচুর মানুষ। সাধারণ নাগরিকদের দুর্দশার কথা ভেবে দ্রুত সেই পরিষেবা চালুর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে স্বাস্থ্য দপ্তর। ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জেলা হাসপাতালের এক্স-রে মেশিন মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশী পর্যটকদের জন্য আলিপুরদুয়ারে বন্ধ হল হোটেল পরিষেবা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: জাতীয় পতাকার অপমান, হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনার প্রতিবাদে এবার বাংলাদেশিদের জন্য বন্ধ হল আলিপুরদুয়ারের হোটেলের দরজা। জেলা পুলিশ, প্রশাসনের কাছেও এই বিষয়ে চিঠি দিতে চলেছে আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং আলিপুরদুয়ার টাউন হোটেল ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। শিলিগুড়ি এবং মালদার পর এবার বাংলাদেশিদের জন্য বন্ধ হল আলিপুরদুয়ার এর সমস্ত হোটেলের দরজা। গত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশ উত্তপ্ত। ভারত এর সম্পর্কে একের পর এক নানান মন্তব্য করছে বাংলাদেশ। ভারতের জাতীয় পতাকা অবমাননাও করতে দেখা গিয়েছে। সেই সব সামনে রেখেই আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলা পর্যটনের জন্য অন্যতম জনপ্রিয় স্থান। আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্যেই রয়েছে চিলাপাতা, জয়ন্তী, বক্সা, জলদাপাড়া। শীতের মরশুমে পর্যটকদের ঢল নামে এইসব এলাকায়। হোটেল, হোম-স্টে গুলিতে জায়গা পাওয়া যায় না। বাংলাদেশি পর্যটকরাও এসব জায়গায় সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসেন। কিন্তু এবার বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিতে কোনওভাবেই বাংলাদেশিদের ছাড় দেওয়া হবে না। বাংলাদেশীদের করা হচ্ছে বয়কট। শুক্রবার আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের এবং আলিপুরদুয়ার টাউন হোটেল ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনএর পক্ষ থেকে এই বিষয়ে বৈঠক করা হয়। সেখানে প্রায় সব হোটেল ও হোমস্টে মালিকরা উপস্থিত হন। সবাই এই বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের বাসিন্দাদের কাছেও এই বিষয়ে বার্তা দিতে চাইছেন তারা। তারা জানান, দেশের জাতীয় পতাকা অবমাননার প্রতিবাদে বাংলাদেশিদের বয়কট করা হচ্ছে। সেই কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল। এই বিষয়টি চিঠির মাধ্যমে আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছেও সংগঠনের তরফ থেকে জমা দেওয়া হবে।

জীবন সিংহের ছবি হাতে আলাদা রাজ্যের দাবি উঠল কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে জীবন সিংহকে সামনে রেখে আলাদা রাজ্যের দাবি উঠল কোচবিহারে। ৯ ডিসেম্বর সোমবার কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন কামতাপুর সেপারেট স্টেট ডিমান্ড কমিটির সদস্যরা। দিনভর বিক্ষোভ হয় জেলাশাসকের দফতরের সামনে। সেখানে বক্তব্য রাখেন কামতাপুর সেপারেট স্টেট ডিমান্ড কমিটির নেতারা। ঘন ঘন কামতপুর লিবারেশন অর্গনাইজেশনের প্রধান জীবন সিংহের নামে ধ্বনি ওঠে। সংগঠনের অনেক সদস্যের হাতে জীবন সিংহের ছবি সাটানো প্ল্যাকার্ড ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কামতপুর সেপারেট স্টেট ডিমান্ড কমিটির সভানেত্রী তপতী রায়, গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের একটি অংশের নেতা অমল রায়, জীবন সিংহের বোন সুমিত্রা দাস বর্মণ। এদিনের বিক্ষোভ আন্দোলনে যোগ দেওয়া গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের একটি গোষ্ঠীর সভাপতি অমল রায় বলেন, "জীবন সিংহের নির্দেশেই আমরা আন্দোলন শুরু করেছি। আমরা চাই অবিলম্বে সংবিধান মেনে কোচবিহার বৃহত্তর রাজ্য করা হোক। সে জন্য আন্দোলন জারি থাকবে।" কামতাপুর সেপারেট স্টেট ডিমান্ড কমিটির সভানেত্রী তপতী রায় বলেন, "কোচবিহারের জেলাশাসকর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে তারা দাবিপত্র পাঠিয়েছি। জীবন সিংহের সঙ্গে শান্তি আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এই কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করতে হবে।" কোচবিহার ঘিরে আলাদা রাজ্যের দাবি উঠছে দীর্ঘদিন ধরে। গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের দুই নেতা অনন্ত রায় (মহারাজ) তথা নগেন্দ্র বর্মণ ও বংশীবদন বর্মণ অনেকদিন ধরে আন্দোলন করছে। আবার কামতপুর পিপলস পার্টির মতো একাধিক সংগঠন আন্দোলন করেছে। এমনই বেশ কিছু সংগঠন নিয়ে কামতপুর স্টেট ডিমান্ড কমিটি তৈরি করা হয়। যদিও ওই সংগঠনে অনন্ত বা বংশী নেই। তৃণমূলের দাবি, বিধানসভা ভোটের আর দেড় বছর বাকি রয়েছে। তার আগে অশান্তি ছড়ানোই এর উদ্দেশ্যে।

সুরক্ষা বাড়াতে কাঁটা তার লাগছে জলপাইগুড়ি সীমান্তে

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের অধীন ২৯ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে শুরু হয়েছে কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর কাজ। একদিকে, অশান্ত বাংলাদেশ। যার প্রভাব পড়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায়। নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ। এরই মধ্যে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের অধীন রয়েছে ২৯ কিলোমিটার উন্মুক্ত সীমান্ত। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায় জানান, কাঁটাতারের বেড়াবিহীন এলাকার মধ্যে কিছু অংশে নদী রয়েছে। সেই জায়গাটুকু বাদ দিয়ে বাকি এলাকায় বেড়া দেওয়ার বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করা হয়েছিল, বর্তমানে কাজ শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট দফতর। কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর কাজটি সম্পন্ন হলে ভারতীয় সীমান্তের গ্রামগুলোতে বসবাসকারী নাগরিকদের নিরাপত্তা বাড়বে।

বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একত্রিত হলেন কবি সাহিত্যিকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: অশান্ত বাংলাদেশ। এপার বাংলার কবি সাহিত্যিকরা একত্রিত হয়ে দিলেন শান্তির বার্তা। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের পরিস্থিতির জন্য ১৪ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি রোডে কবি, লেখক তথা পরিবেশপ্রেমী দীনেশচন্দ্র বিশ্বাসের বাসভবনে একটি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে কলকাতা থেকে সিনেমা পরিচালক থেকে শুরু করে কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। তেমনি উত্তরবঙ্গের কবি সাহিত্যিক থেকে ব্যবসায়ী ও সমাজসেবীরা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই এক যোগে শান্তির বার্তা চালান বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে। মানুষের মধ্যে বিভেদ যাতে না বাড়ে সেই বার্তা দেন ভারতীয় কবি সাহিত্যিকরা।

চার বছর ধরে না দেওয়া বিদ্যুৎ বিল মেটালেন অভিষেক ব্যানার্জী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সংসারে আর্থিক অনটনের কারণে চার বছর ধরে বাড়ির বিদ্যুৎ বিল দিতে না পারায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে যায় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লকের ধলপল দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বিতীয় খন্ড ছাট রামপুর এলাকার বাসিন্দা জগবন্ধু দাস জানান, দীর্ঘদিন ধরে তার স্ত্রী জটিল রোগে ভুগছিলেন। তার চিকিৎসা করতেই হিমশিম খেতে হয়েছে। স্ত্রী গত হয়েছেন বেশ কিছুদিন হল। একমাত্র ছেলে কর্মসূত্রে বিদেশে থাকে। মানুষের কৃষি জমিতে দিনমজুরির কাজ করে কোনরকম সংসার চলছে এখন। জগবন্ধু দাস বলেন, "আমার নাতি বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ। এরই মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় খুবই সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। এই খবর আমার ছেলেকে জানাই। খবর শোনা মাত্রই আমার ছেলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জীর অফিসে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জানায়। আজ আমার বাড়িতে তৃণমূলের ১ ব্লক সভাপতি সিদ্ধার্থ মন্ডল এসে খবর দেয় আপনার বাড়িতে আজ বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে।" পুনরায় বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়ে খুবই খুশি ও আনন্দিত জগবন্ধু দাস। অভিষেক ব্যানার্জীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন চার বছরের বিল মিটিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য।

বাস চালককে মারধরের অভিযোগ পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আচমকাই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস চালককে মারধরের অভিযোগ উঠল এক পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে। তা ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ১১ ডিসেম্বর বুধবার রাত সাড়ে ৭টা নাগাদ ঘটে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার সুনীতি রোডে পুলিশ লাইন সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার প্রতিবাদে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কর্মীরা রাস্তার মাঝে দুটি বাস আড়াআড়ি ভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। জখম বাস কর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। প্রায় এক ঘন্টা ধরে অবরোধ চলার পরে সেখানে পৌঁছান উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পালও ঘটনাস্থলে যান। পরে আলোচনার মাধ্যমে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। পার্থপ্রতিম বলেন, "অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ কর্তারা। এরপরেই কর্মীরা অবরোধ তুলে নেন।" কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ওই ঘটনা খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

স্থানীয় মানুষজন জানান, এদিন ওই বাসটি আলিপুরদুয়ার থেকে কোচবিহার শহরে প্রবেশ করে। পুলিশ লাইন পার সুনীতি রোড পার করে বাস ডিপোর দিকে যাচ্ছিল বাসটি। সে সময়ই একটি বাইক ওই বাসটির পিছনে ছিল। বাইকটি বাসটিকে ওভারটেক করে দাঁড়িয়ে পরে। অভিযোগ, ওই বাইকেই ছিলেন অভিযুক্ত পুলিশ কর্মী। বাইক থেকে নেমে তিনি হেলমেট খুলে বাসের চালককে মারতে শুরু করেন। বাস চালকের মুখে ও চোখে আঘাত লাগে। স্থানীয় মানুষজন সেখানে জড়ো হলে পুলিশ কর্মী চলে যান। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছান উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কর্মীরা। সেখানেই শুরু হয় অবরোধ। বাস কর্মীরা অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীরা বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলেন। কোতোয়ালি থানার পুলিশও সেখানে পৌঁছালে আলোচনার মাধ্যমে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন দিনহাটায় উদ্ধার পাকিস্তানি মর্টার সেল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বাংলাদেশের অস্থিরতার মাঝেই বাংলার সীমান্তে পাকিস্তানের মর্টার! শেষমেশ '৭১-এর যুদ্ধের স্মৃতির উস্কানি, গ্রাম ঘিরে ফেললো বিএসএফ। বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে চূড়ান্ত সতর্কতা। প্রশাসন, বিএসএফের তরফ থেকেও চলছে কড়া নজরদারি। অনুপ্রবেশ রুখতে যাবতীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ভয়ে কাঁটা হয়ে রয়েছেন সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারাও। তার মধ্যেই ভয়ঙ্কর ঘটনা। চাষের কাজের প্রয়োজনে মাটি খুঁড়ছিলেন, তখনই চোখে পড়ে মর্টার। খুব একটা বিশেষ পরিচিত ছিলেন না সেই বস্তু নিয়ে। কিন্তু কিছু সন্দেহজনক মনে হওয়ায় ডেকে আনেন গ্রামবাসীদের। পরে বুঝতে পারেন সেটি যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন দিনহাটার ঝিকড়ি গ্রামে উদ্ধার হয় মর্টার। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৭ ডিসেম্বর বিকালে স্থানীয় কৃষক জমিতে ধানের বীজতলা তৈরির জন্য মাটি খুঁড়ছিলেন। সে সময় তিনি মর্টারটি দেখতে পান। মুহূর্তের মধ্যে গোটা গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশের ধারণা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনা সেটি ব্যবহার করেছিল। ১৮ ডিসেম্বর বিন্নাগুড়ি আর্মি ক্যাম্প থেকে বোম স্কোয়াডের লোকজন আসে। তারা এসে যাচাই করেই এই মর্টারের ইতিহাস বের করতে পারবে বলে ধারণা করা হয়। যাতে কোনোরকম দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য গোটা এলাকা ঘিরে রাখে বিএসএফ। এমনিতেই বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষজন অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ভয়ে কাঁটা হয়ে রয়েছেন। তার মধ্যে পাকিস্তানি মর্টার উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

আবাসের তালিকা থেকে নাম কাটালেন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আবাস যোজনায় যোগ্য-অযোগ্য নিয়ে বিতর্ক যখন তুঙ্গে সেই সময় ওই তালিকা থেকে নাম কাটিয়ে নজির তৈরি করলেন তৃণমূলের এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। সিতাই উপনির্বাচনের জন্যে কোচবিহারে অনেকটা দেরি করে আবাসের কাজ শুরু হয়। সেই সমীক্ষার কাজ এখনও চলছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করে ১৬ ডিসেম্বর ওই তালিকা রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এখনও পর্যন্ত যা রিপোর্ট তাতে কোচবিহার জেলায় আবাস তালিকা থেকে পঞ্চাশ হাজার নাম বাদ পড়েছে। চূড়ান্ত তালিকা পাঠানোর আগে ওই তালিকা কিছুটা বাড়তে পারে।

এই সময়েই কোচবিহারের সুটকাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বুথের পঞ্চায়েত সদস্য আবু আলম আহমেদ এবং ওই বুথের সভাপতি আব্দুল মান্নান তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়েছেন। দু'জনেই জানিয়েছেন, ২০১৮ সালে আবাস সমীক্ষার সময় তাঁদের নাম নথিভুক্ত হয়। সে সময় তাঁদের কাঁচা বাড়ি ছিল। পরে তাঁরা বাড়ি পাকা করেন। আবু আলম বলেন, "এখন আমার আর্থিক অবস্থা ভালো। আমি ছোট ব্যবসা করছি। বাড়ি পাকা করেছি। তাই এবারে নাম কাটিয়েছি। আমার গ্রামেই আমার থেকে অনেক গরিব মানুষ আছেন তাঁদের ঘরের প্রয়োজন। তাঁরা যাতে পায় তাই নাম কাটিয়েছি।" তৃণমূলের সুটকাবাড়ি অঞ্চল সভাপতি সেরাজুল হক বলেন, "দলের নাম উজ্জ্বল করেছে ওঁরা। খুব ভালো কাজ করেছে।"

তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "আবাস যোজনার কাজ অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে হচ্ছে। প্রকৃত গরিব মানুষই ঘর পাবেন। আমাদের পঞ্চায়েত নেতৃত্ব থেকে একাধিক কর্মী আবাস তালিকা থেকে নাম কাটিয়ে নিয়ে দৃষ্টান্তস্থাপন করেছে। দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।" প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার জেলায় আবাস তালিকায় ৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৭৫ টি পরিবারের নাম রয়েছে। তার মধ্যে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬০৫ টি নামে অনুমোদন রয়েছে। সব ধরেই সমীক্ষার কাজ শুরু হয়। সমীক্ষার সঙ্গেই চলতে থাকে সুপার চেকিং। এবারে সমীক্ষার কাজ শেষে দেখা গিয়েছে তালিকা থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার নাম বাদ পড়েছে।

চাকরির দাবি অবস্থান স্যারেন্ডার কেএলও'দের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চাকরির দাবিতে অবস্থানে বসল আত্মসমর্পণকারী কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশনের প্রাক্তন সদস্য ও লিঙ্কম্যানরা। ১৮ ডিসেম্বর বুধবার কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরের সামনের রাস্তা ঘেঁষে অবস্থানে বসেন তারা। সংগঠনের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তাদের চাকরির ব্যবস্থা করা হয়নি। স্যারেন্ডার কেএলও ও লিঙ্কম্যান সোসাইটির নামে ওই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। সংগঠনের দাবি, স্পেশাল হোম গার্ডের নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাদের। তারপরে বছরের পর বছর ঘুরলেও চাকরি দেওয়া হয়নি। এদিন তারা কোচবিহার জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে স্যারেন্ডার কেএলও ও লিঙ্কমান ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির ব্যানারে অবস্থানে বসেন। সেখানে প্রায় ১৫০ জন প্রাক্তন কেএলও ও লিঙ্কমান তাদের পরিবার যোগ দেন। ওই সংগঠনের দাবি, চাকরির প্রতিশ্রুতি পেয়েই কেএলও জঙ্গি সংগঠনের সাথে যুক্তরা বিভিন্ন সময় সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তাদের স্পেশাল হোম গার্ডে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেয় রাজ্য সরকার। সেই অনুযায়ী কিছু নিয়োগও হয়। এখনও দুই শতাধিক কর্মীর চাকরির নিয়োগপত্র পাওনা রয়েছে রয়েছে। সংগঠনের দাবি, চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাইয়ের কাজ করা হয়। তারপরেও নিয়োগপত্র দেওয়া হচ্ছে না। বারবার বিভিন্ন নেতা মন্ত্রী ও জেলা শাসকের কাছে গিয়েও কোন সুরাহা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তারা অবস্থানে বসেছে বলে জানা গিয়েছে। সংঠনের সদস্যরা বলেন, "আমরা খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে চলেছি। যখন জঙ্গলে ছিলাম তখনই ভালো ছিলাম। আমাদের নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও কাজ হয়নি। চাকরি না দেওয়া হলে এরপরে আমরা পরিবারের সব সদস্যদের নিয়ে এসে অনশনে বসব।"

দিল্লির কুচকাওয়াজে উত্তরের পাপিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে শুধু আর্থিক অভাবই নয়, পারিপার্শ্বিক সব কিছুকেই হার মানানো যায় সেটাই আবার প্রমাণ করলেন কোচবিহারের পাপিয়া বর্মন। ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতে অর্থাৎ আগামী ২৬ জানুয়ারি দিল্লির রাজপথে লালকেল্লার সামনে কুচকাওয়াজে অংশ নেবেন কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বিলসি গ্রামের টোটোচালক বিজয় বর্মনের মেয়ে। গোটা উত্তরবঙ্গ থেকে একমাত্র তাকেই দেখা যাবে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সামনে প্যারেডে পা মেলাতে। স্বভাবতই তার এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত গোটা পরিবার সহ কলেজ কর্তৃপক্ষ। দরিদ্র পরিবারে জন্ম পাপিয়ার। বাড়িতে বাবা-মা সহ রয়েছে আরেক বোনও। স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে বর্তমানে তুফানগঞ্জ কলেজের ইতিহাস বিভাগে পঞ্চম সেমিস্টারে পড়াশোনা করছেন। কলেজের পড়াশোনার পাশাপাশি চলে ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম বা এনএসএসের নানা প্রশিক্ষণ। ছোট থেকে প্রবল ইচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার। তখন থেকে শুরু হয় লড়াই। কলেজে প্রথম বর্ষে পড়ার সময় থেকেই যোগ দেন এনএসএসে। প্যারেড, ক্যাম্প এসবের মধ্যেই দিন কাটে গ্রামের এই মেয়ের। বর্তমানে দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। পাপিয়ার কথায়, 'ছোট থেকেই আমার লক্ষ্য, সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার। স্বপ্নপূরণের আগেই এতবড় একটা সুযোগ পেয়ে দারুণ ভালো লাগছে। গোটা দেশবাসীর সামনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে দিল্লির রাজপথে হাঁটব, এটা ভাবতেই শিহরিত হচ্ছি। এজন্য বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর ডঃ প্রবীরকুমার হালদার ও প্রশিক্ষক সৌরভ সাহা।' এই বিষয়ে তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দেবাশীষ চ্যাটার্জী বলেন, "দিল্লির কুচকাওয়াজে আমাদের তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের পঞ্চম সেমিস্টারের ছাত্রী পাপিয়া বর্মন অংশগ্রহণ করবে। ওর জন্যে আমাদের তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় গর্বিত ও আপ্লুত।" প্রাক প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড শিবিরে অংশ নেওয়ার পর রাজ্য থেকে মোট আটজন পড়ুয়ার দিল্লি যাওয়ার ছাড়পত্র মিলেছে। এদের মধ্যে কোচবিহারের পাপিয়া অন্যতম। আগামী ৩১ ডিসেম্বর তারা রাজধানীর পথে রওনা দেবেন বলে খবর।

শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বাল্য বিবাহ থেকে সাইবার অপরাধ নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করল পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ। ১৩ ডিসেম্বর শুক্রবার কোচবিহার উৎসব হলে ওই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ওই আলোচনায় উঠে আসে, গত ছয় মাসে কোচবিহারে ৮৩ টি বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে পেরেছে প্রশাসন। কিন্তু তিনটি বিয়ে বন্ধ করতে পারেনি। তা নিয়ে মামলা চলছে। ওই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপার্সেন তুলিকা দাস, উপদেষ্টা সুদেষ্ণা রায়, কোচবিহার জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। এছাড়া পুলিশ থেকে শুরু করে সমাজকল্যাণ দফতরের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। আধিকারিকরা ওই কাজে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা সেখানে তুলে ধরেন। তাতেই উঠে আসে নানা বিষয়। উপদেষ্টা সুদেষ্ণা রায় তাঁর বক্তব্যে বাল্য বিবাহ রোধে আরও জোর দেওয়ার কথা বলেন।।

শিল্প স্থাপনে উদ্যোগ কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শিল্পায়নে উৎসাহ বাড়াতে একদিবসীয় কর্মশালার উদ্বোধন করল কোচবিহার জেলা প্রশাসন। ১৯ ডিসেম্বর বুধবার ল্যান্স ডাউন হলে শিল্পের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে একটি কর্মশালা হয়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, কোচবিহার জেলা পরিষদের, সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ কুমার ঘোষ সহ জেলার একাধিক ব্যবসায়ী ও শিল্পদ্যোগী উপস্থিত ছিলেন।

ওই কর্মশালার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য যারা ঋণের আবেদন করেছিলেন তাদের হাতে চেক তুলে দেন জেলাশাসক। প্রশাসন সূত্রেই জানা গিয়েছে, ডেয়ারি ফার্ম গড়ার জন্যে একজনকে সাড়ে চার কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সেলাই মেশিন, হস্তশিল্প, পাটশিল্পের জন্যেও ঋণ দেওয়া হয়েছে। দু'জনকে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হয়েছে। শিল্পস্থাপনে যাতে কোনও সমস্যা তৈরি না হয় সেজন্য ভূমি, পরিবেশ, বিদ্যুৎ, শ্রম দফতর থেকে শুরু করে দমকল সব দফতরের আধিকারিকরাও কর্মশালায় অংশ নেন। জেলাশাসক জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ওই কর্মশালা হয়েছে। এরপরে ব্লক স্তরেও ওই কর্মশালা হবে। জেলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই প্রধান লক্ষ।

তৃণমূল রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ, একসঙ্গে রবি-পার্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে পার্থপ্রতিম রায়ের আমন্ত্রণে হাজির হলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ১৫ ডিসেম্বর রবিবার কোচবিহারের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম থেকে শুরু করে জেলার বিভিন্ন জায়গায় মহারাজার জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। ওই জন্মদিনেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দেখা যায় দু'জনকে। রবীন্দ্রনাথ ও পার্থপ্রতিম দু'জনই কোচবিহার জেলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতা বলে পরিচিত। একসময় পার্থপ্রতিম রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন। পরে পার্থ সাংসদ হলে দু'জনের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে দু'জনের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়। সম্প্রতি পার্থপ্রতিমের বাবা প্রয়াত হয়েছে। সে জন্য সমবেদনা জানাতে পার্থপ্রতিমের বাড়িতে হাজির হন রবীন্দ্রনাথ। সে সময় থেকেই বরফ গলতে শুরু করে। এদিনের অনুষ্ঠানে দু'জন আরও কাছাকাছি আসেন। পার্থপ্রতিম উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন।

পার্থপ্রতিম বলেন, "পরিবারের মধ্যেও বাবা ও ছেলের মধ্যে মতান্তর হয়, মনান্তর হয় না। আমাদের ক্ষেত্রেও কিছু বিষয় নিয়ে মতান্তর হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আমার পিতৃতুল্য। তাঁর নেতৃত্বেই রাজনীতিতে আমার উত্তরণ। আমার সাংসদ হওয়ার পিছনেও তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। তাঁর কাছে অনেক কিছু শিখবার আছে।" রবীন্দ্রনাথ একসময় পার্থপ্রতিমের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন তাঁকে যেন আর কাকা কেউ না ডাকে। এদিন তিনি বলেন, "ওটা ক্ষনিকের। কোনও বিষয় নিয়ে ক্ষোভে এমন কথা আসে। তবে কাকা ডাক চিরন্তন। পার্থ এখনও আমাকে কাকা ডাকে।"

পাঁচ মাস পরে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরল মিতালী

নিজস্ব সংবাদদাতা: দীর্ঘসময় অপেক্ষার পর বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরল মিতালী এক্সপ্রেস। ১০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক কাঁটাতার পেরিয়ে সকাল ৯ টা নাগাদ হলদিবাড়ি স্টেশনে পৌঁছায় ট্রেনটি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেন, "মিতালী এক্সপ্রেস ফিরিয়ে আনা হয়েছে।" নতুন করে ফের তা চালু হবে কি না তা নিয়ে তিনি কিছু বলতে পারেননি। গত ১৭ জুলাই হলদিবাড়ি স্টেশন হয়ে বাংলাদেশের চিলাহাটি হয়ে ঢাকায় পৌঁছায় মিতালী এক্সপ্রেস। সেই সময় বাংলাদেশের পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় ট্রেনটি আর ফিরতে পারেনি। সম্প্রতি দুই দেশের মধ্যে বিদেশ সচিবদের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মিতালী এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সে মতোই মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ থেকে ট্রেনটিকে ভারতে আনা হয়। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বাধীনতার আগে ওই রুট দিয়ে ট্রেন চলত। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত হলদিবাড়ি চিলাহাটি রেল রুটে ট্রেন চলাচল সচল ছিল। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় ওই রুট বন্ধ হয়ে যায়। ফের ২০২১ সালের ২৬ মার্চ দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ওই রুটে মিতালী এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করেন। ২০২২সালের ১ জুন থেকে ওই রুটে ধারাবাহিকভাবে চলাচল করতে শুরু করে মিতালী এক্সপ্রেস।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অচল অবস্থার কারণে চলতি বছরের ১৭ জুলাইয়ের পর আবারও বন্ধ হয়ে যায় ট্রেনটি।

সম্পাদকীয়

সাবধানতার মার নেই

এক মর্মান্তিক পথ-দুর্ঘটনা কষ্ট দিয়ে গেল প্রত্যেক মানুষের মনে। সেই সঙ্গে দিয়ে গেল অনেক শিক্ষাও। যদিও দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই হয়। তবুও এমন শীত ও কুয়াশার রাতে সজাগ ও সাবধান থাকতে হবে সবাইকে, সে শিক্ষাই যেন দিয়ে গেল ওই দুর্ঘটনা। কোচবিহারের বাণেশ্বরের এক শিক্ষক পরিবার দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে গিয়েছিলেন বিয়ের অনুষ্ঠান রক্ষা করতে। সেখান থেকে রাত ১১ টা নাগাদ বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। বাড়ি ফেরা হয়নি। রাস্তা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরে যায় নয়ানজুলিতে। জলে ডুবে মৃত্যু হয় চারজনের। এই ঘটনা মেনে নিতে পারেনি কেউ। কিভাবে দুর্ঘটনা হল তার কাটাছেড়া করছে পুলিশ। তদন্তের পর স্পষ্ট হবে সবকিছু। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের ধারণা, গাড়ির গতি অনেকটাই ছিল। আর এখানেই সাবধানতা প্রয়োজন। কুয়াশার রাতে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। শুধু তাই নয়, চালকের সজাগ ও সচেতন থাকা প্রয়োজন। এতসবের পরেও অবশ্য দুর্ঘটনা ঘটে। তার পরেও কথায় আছে, 'সাবধানতার মার নেই।'

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

বিদ্রোহী!!

...অমিতাভ চক্রবর্তী

ফ্লাইটের সময় ৪:৩০ মিনিট। প্রোগ্রাম তো মনে মনে একটা আঁকাই থাকে। বাগডোগরা ৫ঃ৩০ মিনিট। তারপর সোজা লাটাগুড়ি। আমার পাশে যিনি বসেছেন তার কথাটা ভাবছি! আমাদের স্যার। বিড়াট টিম নিয়ে বিকাল ৬.০০ টার মিটিং এ তিনি বসবেন। তার কোম্পানির সমস্ত উচ্চ পদস্থ কর্মীরা লাটাগুড়িতে পৌঁছে গেছেন। আমিও এই টিমে। কোলকাতা থেকে আমাদের যাত্রা। যাবার ইচ্ছে ছিল না। অমুক তমুক বলে কাটানোর চেষ্টা করেও... আমার বন্ধুবর রমেশজী, নিজেকে মুক্ত করবার বাসনায় ২.০০ টার মধ্যে আমাকে এয়ারপোর্টে মুক্তি দিয়ে জন অরণ্যে মিশে গিয়েছেন। দাদা, গুডবাই!! হাত নেড়ে অবশ্য বলেছিলেন। হাতে অনেক সময়। দু তিনটে বই কিনলাম। ভাবনা কিন্তু লাটাগুড়ি। যদি সময়ে পৌঁছাতে না পারি????? কতগুলো ডিলার আসবে!!!!! যদি চলে যায়, আমাদের টিমকে অনেক প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে। আমার পাশের "বস" উত্তর কি দেবেন!! ফ্লাইট FE 603 ডিলেড! এয়ারপোর্টের হাজারো ডিসপ্লে। Flight Delayed. প্রায় ৪৫ মিনিট। এইটুকু মেনে নিতে হয়। প্রতিবাদ করতে শুরু করলাম। কলকাতা বাগডোগরা ফ্লাইট। স্পাইসজেট নামের একটা বিমান সংস্থা যাত্রীদের কিভাবে হ্যারাজ করা যায় তা জানে। ইংরেজি ভাষায় ট্রেন দেরি হলে বলে ট্রেন লেট। আর ফ্লাইট উঠতে দেরি হলে বলে ডিলেড। গন্ডগোল লাগলো একটু পরে। আমি এবং আমার সহযাত্রীরা বাসযাত্রায় দেরী হলে যেভাবে কন্ডাক্টার আর ড্রাইভারকে প্রশ্ন করতে থাকি, সেভাবেই এয়ার ক্রিউকে ব্যতিব্যস্ত করে দিলাম। পাইলট ককপিট বন্ধ করে দিয়েছে। বাঙ্গালির অভিধানে "ক্যাচাল" বলে একটা শব্দ হয়ত আছে। সেই "শব্দের" মান সন্মান যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেই ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে নিলাম। স্পাইসজেট বলছে না ফ্লাইট কখন ছাড়বে। অথচ বোর্ডিং কমপ্লিট। এমন একটা অবস্থার মধ্যে ভাষার রকমারি প্রয়োগ শুরু হলো। প্রথমে আমি, তারপর আরও কয়েকজন। এয়ারক্রিউ পুরুষ। সে একটু প্রথমে খুব স্মার্টনেস দেখালেও পরে শুকিয়ে গেছে। বাঙ্গালির রক্ত আমার ধমনীতে, এয়ারপোর্টের রানওয়েতে সব প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে দেবার হুংকার যখন দিলাম, তখন স্পাইসজেট নামের সিংহ যে কখন বিড়াল হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। ফ্লাইট যখন টেকঅফ করলো তখন, যুদ্ধ জেতার আনন্দে মুষ্টিটা ছুড়ে দিতে ইচ্ছে হলো। তারপর আলো আর আলোর রোশনাই ছেড়ে, রক্তিম মেঘনদীর অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে....যা দেখলাম তা এক অব্যক্ত অনুভূতি!! ফ্লাইট উপরে আরও উপরে উঠছে। আমার রক্তিম মেঘনদী এখন কালো। ঘুম এসে গিয়েছিল। **Sir, Would you want to taste coffee or tea? I am for you and hope you're enjoying the ride.** পেছন ফিরে তাকালাম। সেই এয়ারক্রিউ। সুদর্শন এক পুরুষ। যাকে একটু আগে রকমারি ভাষায় "অভিনন্দিত" করে বিদ্রোহী হয়েছি। দেখছি, সে আমার দিকে তাকিয়ে। স্যার,........ প্রফেশনালিজম কি এত কাটখোট্টা হতে পারে!! একটু আগেই এদের বাপান্ত করেছি। লজ্জা হলো। ভীষণ, ভীষণ লজ্জা হলো। অহংকারকে যে এমনভাবে দুরমুজ করা যায়, শিখলাম। এয়ারক্রিউ-এর থেকে। স্যার, আমি তো চাকরি করি। আমার কোম্পানি বহু কর্মীকে ছাটাই করে দিয়েছে। এবার আমাদের পালা। কি করব জানি না। তবে যতদিন এই পোষাক কোম্পানি দেবে আমি কিন্তু কোম্পানির স্বার্থটাই দেখবো। আপনি চিৎকার করছিলেন। আমরা ভয়ে ভয়ে ছিলাম। ভাবছিলাম এটাই হয়ত শেষ জার্নি। আমি নির্বাক। চাবুক পড়ছে আমার সর্বাঙ্গে। আমরা উড়ছি। বাগডোগরার দিকে আমাদের অভিমুখ। এই স্পাইসজেটে আর চড়বো না। শিক্ষা হয়েছে। ******কিন্তু এয়ারক্রিউ, সে তো উড়বে! ঝলমলে পোষাক পড়ে অপেক্ষা করবে, ফ্লাইট কখন উড়বে!!! বাগডোগরা আসছে। সিট বেল্টটা বেঁধেনিলাম। চকমক আলোর আড়ালে যে কি অন্ধকার, কতজন জানে !!!

প্রবন্ধ

একটি নগর পরিকল্পনা, কবিতার ঘর কিংবা ঘোর

...নীলাদ্রি দেব

কবি, সম্পাদক বিপুল আচার্য। বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ, সম্পাদনা গ্রন্থ, সম্পাদিত পত্রিকা এবং উপন্যাস তাঁর কলমে আমরা পেয়েছি। চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ মৃত্তিকা নগরী আমার সাম্প্রতিক পাঠ। তিন ফর্মা আয়তনের এই দু'মলাটে আছে ৩৫ টি কবিতা। কবিতা গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন মাকে। শব্দচাষ কবিতায় কবি বলছেন বৃক্ষের ছায়া ছোট হয়ে আসছে। শব্দচাষে ধরা থাকছে সময়। ল্যাম্পপোস্ট ধরে, কবিতায় এক অংশে বলছেন মনখারাপের পর স্নান সেরে নিই, আরেক অংশে বলছেন মনখারাপের পর রৌদ্র উঠবে। সময় ও সময় উত্তীর্ণের কথা। যাত্রাপথ কবিতা উঠে এসেছে, 'ইদানীং যেন শ্মশান যাত্রা যাপন'। কবিতার শেষ স্তবকে বলছেন, 'এই যাত্রাপথ সমর্পিত-জীবনের কাছে'। ফড়িং-জন্ম কবিতায় স্পষ্ট উচ্চারণ শোনা যায়, 'আগুন জ্বালিয়ে রাখি পরবর্তী কৃতকর্মের অহংকার পোড়াবো বলে'। বাবার প্রসঙ্গে এসেছে 'আমি বুঝিনা' কবিতায়। লিখছেন, 'অথচ এই মৃত্তিকানগরীতে আমি বুঝিনি তার স্বপ্ন। আমি বুঝিনি বাবার স্বপ্ন।' একটা মৃত্যু চেতনা গোল গোল ঘুরতে থাকে। দেশ কবিতায় বলেন, এরপর আত্মদহন এরপর চিতায় যাপন/এক অমাবস্যায় স্নান সেরে নেয় অনন্ত জীবন। গল্প কবিতার একাংশ বলেছেন, এই চরাচর কী পরিমাণ অচেনা হয়ে থাকে/ শোক কিংবা না ঘুমের জ্বরে! অনন্ত পথ হাঁটি। এই কবিতায় কবি বলছেন, তবুও জানিনা একটা বৃক্ষের কি প্রয়োজন!// আমি তার কাছে যাই, নতজানু হই,/ অন্তরাত্মায় জমে থাকা সমস্ত বিষ ঢেলে দিই। স্বতন্ত্র এক কবিতার ভাষা নির্মাণ করেছেন কবি। তাঁর ভাষাপথ জুড়ে ঘোর খেলা করে। আমরা সামান্য পাঠক, সেই ঘোরের স্রোত অনুভব করি। খেলা কবিতায় অন্য এক খেলার আভাস। কবি বলছেন, কথা শেষ হবার আগেই কথাকেই ছিঁড়ে খায় সন্ত্রাস, এক অনর্থ্যের মতিগতি। কবির বোধ, ভাষা সবটাই আকার থেকে নিরাকারের দিকে স্পর্শক টানে। মৃত্যু কবিতায় তিনি বলেন, কবিতার হত্যাকারীরা কাঁদে না ইদানীং/ তাদের গা ছমছম ভাষা জানা নেই। স্থুল বস্তুকে সূক্ষ্মতরের রূপ দেয় তাঁর কলম। শীতলপাটি কবিতায় বলেন, শীতলপাটি বুঝে যায় পর্যটকের কষ্ট সুখ আর ঈশ্বরীয় গোপন ভাষা। চিন্তার গভীরতর স্তর স্পর্শ করে তাঁর কবিতা। কথকতা কবিতায় উঠে আসে, শত্রুর গভীরতা বোঝেনি যে বিবেক/ তার কোনও মৃত্যুমোহ নেই/ তার অপেক্ষায় থাকে না বৃন্তবোধ। বিশেষ স্পর্শ করে শুদ্ধাচার কবিতাটি। এক অংশে বলছেন, ঈশ্বর তখন শক্তি হারিয়ে বিশ্বায়নের কীর্তন ভুলে গেলে পাখিরাই গাইবে শুদ্ধাচার গান। প্রেমের কবিতা কী? সব কবিতার ভেতর যে ফল্গু প্রেম, তার কথা যেমন আছে নির্মাণ কবিতায়। কবি বলছেন, তুমি যে আসলে আমার হাজার প্রশ্নের বিশ্বস্ত নির্মাণ। স্বপ্ন ও শ্রম থেকে কত দূরে চলে যাচ্ছি আমরা। কবি কোথাও স্বপ্নচারীও। আর সাধনাই তো অনন্ত শ্রম। কথামালা কবিতায় তিনি বলছেন, রমণীয় বেঁচে থাকার মতো গর্ভগুহায়/ আলগাছে জারি থাক ভবঘুরে মানুষটার স্বপ্ন গড়া। কবিতায় মিশে যায় ইতিহাস, মিথ, পুরাণ। গোল ফ্রেমের কবিতাও স্পষ্ট নজরে আসে। শোক বিষয়ক কবিতাটি যেমন। শুরু হচ্ছে, একশো আটটা শোক বিষয়ক শিল্প আঁকি। শেষটায় বলছেন, ক্রমেই একশো আটটা শোক বিষয়ক শিল্প আঁকা হতে থাকে। আর স্পর্শ করে বিবর্ণ স্পর্শগুলো। ত্রিশটি একক কবিতা গেঁথে একটি মালার মতো। এর চার শীর্ষক কবিতাটি সম্পূর্ণ রাখছি। ৪.এই যে তিনি অসীম যিনি তাঁর সাজানো নিভৃত বাগান জুড়ে মোহময়ী মৃত্যুও সুদর্শন আসলে যিনি জীবনের কাছে ঋণী সেখানেই আমার নির্বাসন। কবি বিপুল আচার্য এভাবেই সাজিয়েছেন মৃত্তিকা নগরীকে। যার প্রচ্ছদও গভীর ব্যঞ্জনা বহন করে। বইটি পাঠক প্রিয় হোক। এই সামান্য পাঠ প্রতিক্রিয়া আসলে অক্ষরের প্রতি শ্রদ্ধা। কবির জন্য অনন্ত শুভেচ্ছা। মৃত্তিকা নগরী বিপুল আচার্য অক্ষর বিন্যাস প্রচ্ছদ বর্ণময় বাড়ে।

সুস্থ পাঁচটি মোহন, স্বস্তি বাণেশ্বরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পর পর বেশ কিছু মোহনের (কচ্ছপ) মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল কোচবিহারের বাণেশ্বর। এবারে অসুস্থ পাঁচটি মোহন সুস্থ হয়ে ওঠায় কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছে। ৮ ডিসেম্বর রবিবার পাঁচটি সুস্থ মোহনকে বাণেশ্বরের শিবদিঘিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। কচ্ছপগুলি দিঘিতে ছাড়ার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন মোহন রক্ষা কমিটির সভাপতি তথা জেলা পরিষদ সদস্য পরিমল বর্মণ এবং সংগঠনের সম্পাদক রঞ্জন শীল। রঞ্জন বলেন, "এখন পর্যন্ত ১৮ টি কচ্ছপ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। যার মধ্যে ছয়টি মারা গিয়েছে। এদিন পাঁচটি কচ্ছপ সুস্থ করে জলে ছাড়া হয়েছে। আমাদের আশঙ্কা জল দূষণ থেকেই এমন হচ্ছে। এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।" প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বাণেশ্বরের শিব দিঘিতে প্রচুর কচ্ছপ রয়েছে। ওই কচ্ছপ 'মোহন' নামেই পরিচিত। বাসিন্দারা মোহনদের দেবতারূপে পুজো করেন। ওই দিঘি ও মোহনদের দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড। ওই দিঘি থেকে মোহন ছড়িয়ে পড়েছে বাণেশ্বরের নানা জলাশয়ে। সব মিলিয়ে সেই সংখ্যা এক হাজারের কম নয় বলে মোহন রক্ষা কমিটির দাবি। অভিযোগ, শিবদিঘির মোহনদের দেখভাল ঠিকমতো হয় না। এছাড়া মোহনরা প্রতিনিয়ত রাজ্য সড়ক পারাপার হয়ে চলাচল করে। তখন গাড়ি চাপা পড়েও মৃত্যু হয়। গতবছর অসুস্থ ও দুর্ঘটনায় বেশ কিছু মোহনের মৃত্যু নিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে বাণেশ্বর। স্থানীয় বাসিন্দারা বনধ পর্যন্ত পালন করেন। তারপরে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এবারে নভেম্বর মাস থেকে ফের

অসুস্থ হয়ে মোহনদের মৃত্যু শুরু হওয়ায় উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। তারপরে বেশ কয়েকটি অসুস্থ কচ্ছপকে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যায় বন দফতর। তার মধ্যে পাঁচটি সুস্থ হয়ে উঠলে তাদের জলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

প্রদর্শিকা

সমাজ ও ইতিহাস গবেষণাধর্মী জার্নাল। সম্পাদক নবিউল ইসলাম। চৌত্রিশ বৎসর দ্বিতীয় সংখ্যায় এবারের প্রচ্ছদ বিষয়ে ভারতের সংসদীয় রাজনীতির ক্রম বিবর্তন। প্রবন্ধ বিভাগে বৈশিষ্ঠদেব ঠাকুর, দেবারুণ রায়, ড. সৌমেন নাগ, আব্দুর রহমান, মজিবুর রহমান, ফিরোজ অনীক, কাবির হোসেন, তমসা পাঠক সংসদীয় গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিক ও দিগর পাঠকের সামনে রাখেন। স্মৃতিকথায় জাহিরুল হাসান। এই পর্বটি বিশেষ শ্রম সাধনায় উঠে আসা, পাঠক তা নিশ্চিত বুঝতে পারবেন। পর্ব ২, এতে অন্যান্য প্রবন্ধ গল্প কবিতা গ্রন্থলোক। আবুল কালামের কলমে ‘পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থার একাল সেকাল’, ড. দেবযানী

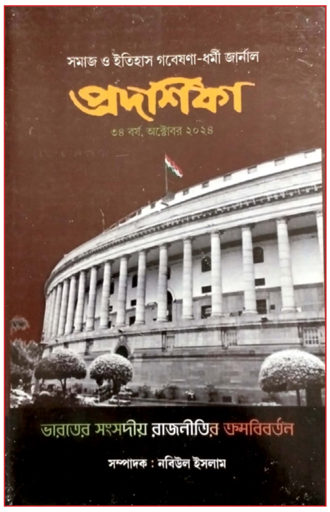

ভৌমিক চক্রবর্তীর কলমে ‘বর্তমান সমাজ ও বিবেকানন্দের নারী ভাবনা’। গল্প বিভাগে অর্ঘ ঘোষ, বিপ্লব চক্রবর্তী, রাহুল পারভেজ ও ওমর আলী। কবিতা বিভাগে তৈমুর খান, গোলাম রসুল, সাম্য রাইয়ান, দেবাশিস সাহা, নীলাদ্রি দেব প্রমুখ। গ্রন্থলোক বিভাগে, ‘শুধু জীবনী নয়, এ গ্রন্থ এক ধরনের ইতিহাস গবেষণা’ শীর্ষক কুসুমকলি মিত্রের কলমে, ‘নীলাদ্রি দেবের কবিতা: সময়ের চোরাস্রোতে দীঘল ফাটল’ শীর্ষক ড. আশুতোষ বিশ্বাসের কলমে।

দৃশ্যমুখ

সম্পাদক উত্তম চৌধুরী। তেত্রিশ বছরের এই শারদ সংখ্যাটি উৎসর্গ করা হয়েছে তিলোত্তমাকে। কবিতা পত্রিকাটি মূলত চার পর্বে। প্রথম পর্বে মলয় রায়চৌধুরী, প্রভাত চৌধুরী, রণজিৎ দেব, রানা সরকার, সুবর্ণ রায়, অমর চক্রবর্তী, বেণু সরকার, সন্তোষ সিংহ, অমিত কুমার দে, মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, মনোনীত চক্রবর্তী প্রমুখের কবিতা। দ্বিতীয় পর্বে অর্ণব সেন, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনন্দা গোস্বামী, পবিত্রভূষণ সরকার, পান্নালাল মল্লিক, মধুমিতা চক্রবর্তী,

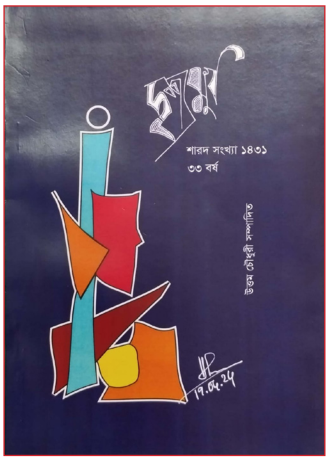

জীবনকুমার সরকার, শাশ্বতী দেব, অরুন চক্রবর্তী, কল্যাণ হোড়, মাধবী দাস প্রমূখ। তৃতীয় পর্বে প্রশান্ত দেবনাথ, সুবীর সরকার, প্রাণ জি বসাক, রাজেশ চন্দ্র দেবনাথ, চৈতালি ধরিত্রীকন্যা, উত্তম কুমার মোদক, বাবলি সূত্রধর সাহা, অম্বরীশ ঘোষ, অরুণাভ রাহারায় প্রমুখের কবিতা। চতুর্থ পর্বে কঙ্কন নন্দী, সমীর পাল, মীরা আচার্য, সঞ্জয় কুমার নাগ, দেবশ্রী রায়, সুব্রত সাহা, রুমি নাহা মজুমদার, নিতাই দাস, বিবেকানন্দ বসাক, অনুস্রী তরফদার, ঋষিরাজ মোহন্ত, শান্তা ভৌমিক, মনিমা মজুমদার, মিহির দে, আশুতোষ বিশ্বাস প্রমুখের সাথে সম্পাদক উত্তম চৌধুরী। সাথে চিত্র কাজ। ছবিও তো কবিতার কথাই বলে। সুন্দর অনুচ্চকিত এই সংখ্যা। কবিতা পাঠকের এই সংখ্যা বিষয়ে নিশ্চিত আগ্রহী হবেন।

এবং তুরতুরি

উৎসব সংখ্যা। সম্পাদক সুব্রত সাহা, রথীন্দ্রনাথ সাহা। উৎসর্গ পত্রের কবিতায় সুবীর সরকার, নীলাদ্রি দেব। কবিতা বিভাগে আছেন শৌভিক দে সরকার, প্রাণজি বসাক, আশুতোষ বিশ্বাস, ড.

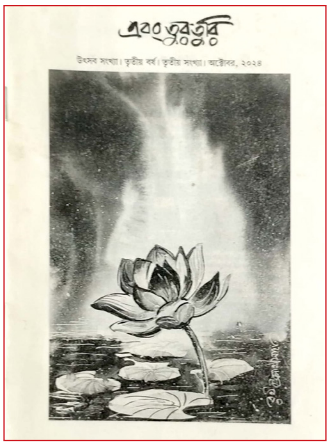

আসানুল করিম, বিমল কুমার টোপ্পো, সঞ্জয় সাহা, অরুণাভ রাহারায়, রাজু সাহা, মধুমিতা চক্রবর্তী, সৌরভ দাস, মানিক সাহা, শুভঙ্কর পাল, উত্তম কুমার মোদক, সোমা দে, অপূর্ব কুমার চক্রবর্তী, সঞ্জু কুজুর, শীলা সরকার। গল্পানু লিখেছেন অম্বরীশ ঘোষ, অভিজিৎ ভৌমিক, অমিত মুখোপাধ্যায়। অনুগদ্য সঞ্চিতা দাস, মিহির দে, সঞ্জীব সাহার কলমে। ইংরেজি ভাষার কবিতায় মহিবুল আলম, উত্তম চৌধুরী, ড. পবিত্র বসাক। ছড়া বিভাগে আছেন সুনীতি মুখোপাধ্যায়, দেবাশীষ ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ বসাক, সুমনা দত্ত, শীতল চট্টোপাধ্যায়, ইলা চট্টোপাধ্যায়। সুসম্পাদিত এই কাগজটি আয়তনে নয়, গুণভারে আকর্ষক।

শারদীয় বর্ণমালা

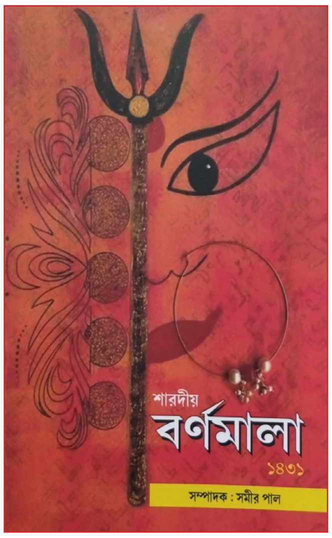

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক। সম্পাদক সমীর পাল। নাতি দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে সময়ের ছাপ। প্রবন্ধ বিভাগে অভিজিৎ দাস লিখেছেন ‘অপরাজিতা গোপ্পী: সাহিত্যে অপরাজিতা তিনি’ শীর্ষক প্রবন্ধ। ছোট গল্প বিভাগে কলম ধরেছেন তনুশ্রী পাল, বিপুল আচার্য, শাওলি দে, লতিফ হোসেন। আছে রণজিৎ দেব, তৃষ্ণা বসাক, পল্লববরণ পাল, কুহেলি দাশগুপ্ত, অমর চক্রবর্তী, শৌভিক রায়, সঞ্জয় সোম, মানিক সাহা, শাশ্বতী দেব, আমিনুর রহমান, নির্মাল্য ঘোষ, উত্তম কুমার মোদক, সম্পা দত্ত দে, সাহানুর হক, বিকাশ দাস, সমীর পালের কবিতা। উত্তম চৌধুরী, সুনীল সাহা, মনামী সরকার, উজ্জ্বল আচার্য লিখেছেন অনুগল্প। গ্রন্থ আলোচনায় অমলকৃষ্ণ রায়ের কলমে ‘সন্ধ্যার পাখি: এক আত্মসমীক্ষণের কাহিনীচিত্র’। পাঠকের কলমে বর্ণমালা বিভাগে মহীতোষ কুন্ডু লিখেছেন ‘বর্ণমালার সাগর সেঁচে’।

মোহনা সাহিত্য পত্রিকা

শারদীয় ১৪৩১। সম্পাদক দিব্যেন্দু ভৌমিক। এই সংখ্যায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ আমরা পাই। বিষয় বিভিন্ন তা থাকলেও শুভময় সরকার অরবিন্দ ভট্টাচার্য আজিজুল হক এবং সোমনাথ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ এই সংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মুক্ত গদ্য বিভাগে আছেন চৈতালি ধরিত্রীকন্যা, অলক সরকার, জয় দাস এবং সঞ্জয় মল্লিক। সঞ্জয় মল্লিকের মুক্তগদ্য ‘দেশভাগ শুধু মানুষকে উদ্বাস্ত করে না, উদ্বাস্ত করে দেবতাকেও’, গুরুত্বপূর্ণ। গল্প বিভাগে কলম ধরেছেন প্রগতি মাইতি, অমলকৃষ্ণ রায়, বিমল দেবনাথ, কল্যাণময় দাস, বিপুল আচার্য, সঞ্জয় কুমার নাগ, দেবাশীষ মাইতি, স্বপন কুমার সরকার। আছে ছড়া, অনুগল্প বিভাগ। অনুকল্প বিভাগে অ্যাঞ্জেলিকা ভট্টাচার্য, দেবাশিস দাস, অম্বরিশ ঘোষ, উজ্জ্বল আচার্য, মঞ্জুশ্রী ভাদুড়ি, গৌতম ভট্টাচার্য, পার্থসারথী চক্রবর্তী, মনামী সরকার বহু বর্ণের আলো নিয়ে এসেছেন। কবিতা পর্ব ১ এবং ২ এ বিভক্ত। কবি সন্তোষ সিংহ, রিমি দে, মনোনীত চক্রবর্তী, সুমন মল্লিক, সহেল ইসলাম, রাজেশচন্দ্র দেবনাথ, মিহির দে, সুবীর সরকার, পাপড়ি গুহ নিয়োগী, মনিমা মজুমদার, মানিক সাহা প্রমুখের লেখা মুগ্ধ করে। এবং নিবন্ধে সম্পাদক দিব্যেন্দু ভৌমিকের ‘চুড়িকে নিয়েই জীবন জীবিকা মান্তাদের’ স্বতন্ত্র ছাপ রাখেন। সুন্দর সম্পাদনা এবং প্রোডাকশনের পরেও লেখকের পাশে তার ভূগোলকে চিহ্নিতকরণ বিষয়ে সম্পাদক পরবর্তীতে বিশেষ দৃষ্টিপাত দিতে পারেন।

অঙ্গীকার

শারদ সংখ্যা ১৪৩১। প্রধান সম্পাদক- গোকুল সরকার। সম্পাদক- পীযূষ কুমার দে। সমৃদ্ধ সূচি এই পত্রিকার। গল্প বিভাগে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সাদাত হোসাইন, মাজহারুল ইসলাম, মৌমিতা, রাজর্ষি বিশ্বাস, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মিত্র, অমল কৃষ্ণ রায় প্রমুখের লেখা ভালো লাগে। কবিতা বিভাগে কলম ধরেছেন গৌতম কুমার ভাদুড়ি, গৌরব চক্রবর্তী, মনোনীতা চক্রবর্তী, প্রাণজি বসাক, স্মৃতিজিৎ, মানিক সাহা প্রমুখ। আকর্ষক পত্রিকার প্রবন্ধ বিভাগ। বিষয় বৈচিত্রে অনন্য। মেরি শেলি ও ফ্রাঙ্কেনস্টাইন বিষয়ে লিখেছেন অর্ণব সেন, মধুসূদন দত্ত ও তাঁর কাজ ভাস্কর রায় ও মমতা গঙ্গোপাধ্যায়ের কলমে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শঙ্খ ঘোষ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে অমিয়ভূষণ মজুমদার.বহুরৈখিক বহুকৌণিক আলো এই পরিসরে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্মৃতি কোথায় পাই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কলমে আমার হৃদ মাঝারে। শুভাশিস নাগ লিখেছেন আমার স্মৃতিতে দিনহাটার আড্ডা। অনুগল্প বিভাগে অম্বরিশ ঘোষ, মানবেন্দ্র চন্দ প্রমুখ যথাযথ। ভালো লাগে রমা কর্মকারের ভাষান্তরে রাস্কিন বন্ডএর হুইসলিং ইন দা ডার্ক।

রাজ্যভাগের দাবিতে পাঁচ ঘন্টা রেল অবরোধ গ্রেটারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আলাদা রাজ্যের দাবিতে রেলপথ অবরোধ করল গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। ১১ ডিসেম্বর বুধবার সকাল সাতটা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কোচবিহারের জোড়াই রেলস্টেশন অবরোধের ডাক দিয়েছিল গ্রেটার। সে মতো আগের দিন রাত থেকেই গ্রেটার সমর্থকরা ওই স্টেশন চত্বরে ভিড় করতে শুরু করে। পৌনে সাতটা নাগাদই অবরোধ শুরু করে দেওয়া হয়। আগাম ঘোষিত অবরোধের কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়ে রেখেছিল রেল। দুটি ট্রেন চলাচল বাতিল করা হয়। তার মধ্যে একটি নিউ জলপাইগুড়ি-গুয়াহাটি বন্দেভারত এক্সপ্রেস। এছাড়া এগারোটি ট্রেনকে ঘুরপথে চলাচল করানো হয়। সেই তালিকায় রাজধানী, আনন্দবিহারের মতো ট্রেন ছিল। ওই ট্রেনগুলি নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ-ফকিরাগ্রাম হয়ে চলাচল করে। অবরোধের কথা মাথায় রেল পুলিশ ফোর্সের বড় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। প্রায় পাঁচশো

জন পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়। তার মধ্যেই পাঁচ ঘণ্টা ধরে রেল অবরোধ চলে। পরে গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মণের সঙ্গে বৈঠক করেন রেল দফতরের কর্তারা। বংশীবদন ওই আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে জানিয়ে আন্দোলন তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করে। বংশীবদন বলেন, “আমরা দুটি দাবিতে অবরোধ করেছি। এক ভারত ভুক্তি চুক্তি অনুসারে কোচবিহারের আলাদা রাজ্যের অধিকার দিতে হবে। দুই, রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফসিলের আওতায় আনতে হবে। আমার দাবি সম্পর্কে রেল দফতরের আধিকারিকরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর কথা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁরা স্বরাষ্ট্র দফতরের সচিব পর্যায়ে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছেন। সে জন্যই অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।” উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের নিউ আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম-সি রবি তেজা বলেন, “সমস্ত দাবিপত্র আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেব। এ বিষয়ে যা বার্তা আসবে তা জানিয়ে দেওয়া হবে।” অবরোধের জেরে যাত্রী পরিষেবা ঘিরে সমস্যা তৈরি হয়। রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা প্রেস রিলিজ দিয়ে জানিয়েছেন, নিউ কোচবিহার, গোলকগঞ্জ, ফকিরাগ্রাম হয়ে বেশ কিছু ট্রেন ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। যাত্রীদের অসুবিধের কথা ভেবে একাধিক জায়গায় বাস ও ছোট গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা চালাবেন ক্যান্টিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে জেলাশাসকের দফতর চত্বরে ক্যান্টিন চালাবেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। মহিলাদের স্বনির্ভর হতে উৎসাহ দিতেই ওই ক্যান্টিন চালানোর উদ্যোগ। ১৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার দুপুরে কোচবিহার ডিআরডিসি’র প্রোজেক্ট ডিরেক্টর মহেশ বর্মন ‘খাদ্য ছায়া’ নামে ওই ক্যান্টিন উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, ‘স্টেট রুরাল লাইভলিহুড মিশনের তরফে এখানে একটি ক্যান্টিন তৈরি হয়েছে। ‘অঙ্কুর’ নামে একটি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ওই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওই গোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের ছয় মাসের একটি চুক্তি হয়েছে। ছয় মাসে তাঁরা এই ক্যান্টিনটি লাভজনকভাবে চালিয়ে দেখাতে পারলে পরের ছ’মাসের জন্য আবার ক্যান্টিনটি চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হবে।” স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ওই কাজের জন্য ছয় লক্ষ টাকা ব্যাংক ঋণ দেওয়া হয়েছে। ক্যান্টিনটি সোম থেকে শুক্র সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকবে। এদিন ক্যান্টিন উদ্বোধনে ডেপুটি প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর সৌমনা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানিয়েছন, মহিলা স্বনির্ভর দল দ্বারা পরিচালিত এই ক্যান্টিনটিতে ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি সমস্ত রকম খাবার পাওয়া যাবে।

আইশার-এর দুর্গাপুরে ই-স্মার্ট শিফট সহ প্রো 8035XM লঞ্চ

দুর্গাপুর: ভিই কমার্শিয়াল ভেহিকেলস লিমিটেডের একটি ব্যবসায়িক ইউনিট আইশার ট্রাকস এন্ড বাসেস, দুর্গাপুরে ই স্মার্ট শিফ্ট অটোমেটেড ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন (এএমটি) সহ আইশার প্রো 8035XM লঞ্চ করেছে। এই উদ্ভাবন খনির কাজকর্মে উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা বাড়াতে ডিজাইন করা হয়েছে।

ই-স্মার্ট শিফ্ট অটোমেটেড ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন (এএমটি) সহ আইশার প্রো 8035XM মাইনিং-এর সময় যেকোনো চ্যালেঞ্জিং অবস্থার মোকাবেলা করতে প্রকৌশল করা হয়েছে। এটি ৩৫০ এইচপি এবং হাই বডি ক্যাপাসিটি অফার করে। এই গাড়ি চালকের আরাম এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ায়, যার ফলে ফ্লিট মালিকরিও বিনিয়োগে উচ্চতর রিটার্ন পায়।

গগনদীপ সিং গন্ধক, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট - আইশার এইচডি ট্রাক বিজনেস, বলেছেন, "আইশার প্রো ৮০০০ সিরিজের টিপার ভারতীয় ট্রাকের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। দুর্গাপুরে এএমটি সহ আইশার প্রো 8035XM লঞ্চ চালকদেরর স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে তাদের কাজের ও দক্ষতার উন্নতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।" আপটাইম সেন্টার দ্বারা এনাবেলড ১০০% কানেকটিভিটি এবং 'মাই আইশার' ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট পরিষেবা সহ এই গাড়ি আইশারের বিস্তৃত পরিষেবা নেটওয়ার্ক দ্বারা সমর্থিত।

ভোডাফোন আইডিয়া-র ৪জি নেটওয়ার্কের অসাধারণ সাফল্য

শিলিগুড়ি: ওপেনসিগনাল-এর নভেম্বর ২০২৪ রিপোর্টে বিভিন্ন গ্রাহক অভিজ্ঞতা প্যারামিটারে শীর্ষে অবস্থান করে ভোডাফোন আইডিয়া (ভি) কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের ৪জি নেটওয়ার্ক অভিজ্ঞতার জন্য স্বীকৃত হয়েছে। গ্রাহক অভিজ্ঞতার প্যারামিটারের মধ্যে রয়েছে ডেটা, ভয়েস, ভিডিয়ো এবং গেমিং। রিপোর্টটিতে সমস্যসঙ্কুল ভূখণ্ড এবং নগর এলাকায় ভি-র শক্তিশালী পারফরম্যান্সের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা ১২,০০০-এরও বেশি ৪জি সাইট দ্বারা সমর্থিত।

সম্প্রতি, ভি নতুন স্পেকট্রাম লেয়ার যোগ করে নেটওয়ার্ক ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে এবং প্রায় ১,০০০ অতিরিক্ত সাইট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই সাফল্য ভি-র নেটওয়ার্ক পারফরম্যান্সে চলতে থাকা বিনিয়োগের প্রতিফলন, যা গ্রাহকদের চূড়ান্ত ডিজিটাল অভিজ্ঞতা প্রদান করতে উদ্ভাবনী অফার ও সার্ভিসের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে।

বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ডের 'বড়তে রাহো' নতুন ব্র্যান্ড ফিল্মের পরবর্তী পর্ব

কলকাতা: বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড 'বড়তে রাহো' প্রচারাভিযানের পরবর্তী পর্যায়ে আরেকটি ফিল্ম নিয়ে এসেছে। লক্ষ্য জীবনের প্রতিটি সাধারণ মুহূর্তকে উদযাপন করা। নতুন প্রচারাভিযান ব্যক্তিদের বর্তমান সময়ে সাহসের সঙ্গে বাঁচতে উৎসাহিত করবে। এটি সকলকে "একদিন আমি করব" থেকে "আজ আমি পারব"-তে নিয়ে যাওয়ার সাহস দেয়। এটি দেখায় যে কীভাবে আর্থিক নিরাপত্তা ব্যক্তিদের বর্তমান সময়ে স্বপ্নকে উপলব্ধি করতে এবং ভুল থেকে শিক্ষা নিতে সাহায্য করে। বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড জানায় যে ভুল কোনও ব্যর্থতা নয়; বরং ভুল থেকে শেখার পদ্ধতি বড়ই সহজ। সেজন্য তারা দুটি নতুন ব্র্যান্ড ফিল্ম- 'মিসটেক অ্যান্ড ড্রিমস' চালু করেছে।

বিশাল কাপুর, সিইও, বন্ধন এএমসি, শেয়ার করেছেন, "গত বছর যখন আমরা 'বড়তে রাহো' চালু করি, তখন এটি মানুষকে প্রতিটি মুহূর্ত উদযাপন করতে এবং ছোট ছোট জিনিসে আনন্দ খুঁজে পেতে উৎসাহিত করেছিল। এবছর, আমরা এটিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

আনন্দ উদযাপন, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা, ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং এগিয়ে যাওয়ার নীতির মধ্যে নিহিত, 'বড়তে রাহো' ব্যক্তিদের প্রতিদিনের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করে। এটি মানুষকে শুধুমাত্র ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে নয়, আজ সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করার জন্য বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ডের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে।

ক্যাম্পেইনটিতে প্রিয় নেমা ফ্যামিলির মিস্টার এবং মিসেস নেমা, তাদের সন্তান নিও ও নিয়া এবং তাদের কুকুর পান্ডা-র ফিরে আসার গল্প রয়েছে। এইবার, পরিবারের গল্পগুলি কীভাবে আর্থিক নিরাপত্তার সঙ্গে সকলের স্বপ্নকে পুনরায় আবিষ্কার করতে এবং বিপত্তি থেকে শেখার ক্ষমতা দেয় তার উপর ফোকাস করে তৈরি।

'মিসটেক দেখুন' - https://www.youtube.com/watch?v=ZmYbPc_wKO4

'ড্রিমস' দেখুন - https://www.youtube.com/watch?v=wNoDimFgeDY

শপসির 'এন্ড অফ সিজন সেল' শেষ হচ্ছে ১৫ ডিসেম্বর

শিলিগুড়ি: শপসি তাদের বহু-অপেক্ষিত 'এন্ড অফ সিজন সেল' (EOSS) শুরু করতে যাচ্ছে। এই সেল চলাকালীন ৫০ লক্ষেরও বেশি স্টাইল ১৪৯ টাকার নিচে পাওয়া যাবে। এর ফলে শপসি ট্রেন্ডি এবং বাজেট-বান্ধব ফ্যাশনের জন্য প্রধান গন্তব্যে পরিণত হচ্ছে। 'এন্ড অফ সিজন সেল' চলবে ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত। উল্লেখ্য, শপসি হল ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল হাইপার-ভ্যালু প্ল্যাটফর্ম। 'এন্ড অফ সিজন সেল' চলাকালীন বছরের সবচেয়ে বড় ফ্যাশন সেলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিশেষ 'ফ্ল্যাশ ফ্যাশন ডিল', 'স্টাইল লুট আওয়ার' এবং 'মেগা প্রাইস ক্র্যাশ' অন্তর্ভুক্ত থাকবে। গ্রাহকরা পোশাক, এথনিক উইয়্যার, বাড়ির সাজসজ্জা এবং ফুটওয়্যার-সহ বিভিন্ন ক্যাটাগরির সামগ্রী সাশ্রয়ী মূল্যে কেনাকাটা করতে পারবেন। বছর-শেষের প্রবণতা ভিন্নধর্মী ফ্যাশনের দিকে অগ্রসর হওয়ায়, শপসির ইওএসএস স্টাইলিশ এবং বাজেট-বান্ধব পোশাকের জন্য বাড়তে থাকা চাহিদা পূরণ করছে, যা সবার জন্য ফ্যাশনকে সহজলভ্য করে তুলছে। ইওএসএস সেলের লক্ষ্য হিসেবে গ্রাহকদের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাদের স্টাইল প্রকাশ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন শপসির বিজনেস হেড প্রথ্যুষা আগরওয়াল। উন্নত অ্যাপ ফিচার এবং ব্যক্তিগতকৃত সুপারিশের সাহায্যে সকল ব্যবহারকারীদের জন্য একটি নির্বিঘ্ন কেনাকাটার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে চায় শপসি।

টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা ২০২৪-এর নবম সংস্করণ

শিলিগুড়ি: টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা ২০২৪-এর নবম সংস্করণে ইথিওপিয়ান সুতুম কেবেদে মহিলাদের শিরোপা ধরে রেখেছেন, যেখানে উগান্ডার স্টিফেন কিসা পুরুষ বিভাগে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ড্যানিয়েল এবেনয়োকে হারিয়েছেন।

কেবেদে ১:১৯:১৭ সময় নিয়ে শেষ করেছেন, তারপরে ভায়োলা চেপেনজেনো (১:১৯:৪৪) এবং জিসা (১:২১:২৯)। কিসা ১:১২:৩৩ সময় নিয়ে পুরুষদের শিরোপা জিতেছেন, এর পরে এবেনিও (১:১২:৩৭) এবং অ্যান্থনি কিপচিরচির (১:১২:৫৫)। ভারতীয় দৌড়বিদদের মধ্যে, গুলভীর সিং ১:১৪:১০ সময় নিয়ে একটি নতুন ইভেন্ট রেকর্ড গড়েছেন, তারপরে সাওয়ান বারওয়াল (১:১৪:১১) এবং গৌরব মাথুর (১:১৬:৫৯)। সঞ্জীবানি যাদব ১:২৯:০৮ সময় নিয়ে মহিলাদের শিরোপা জিতেছেন, তার পরে লিলি দাস (১:৩০:৫৮) এবং কবিতা যাদব (১:৩২:১৯)। ইভেন্টটি বিভিন্ন বিভাগে ২০৫০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারীর সাক্ষী করে। যা এটিকে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রেসের একটি করে তুলেছে।

ক্যাফে আকাশার 'ক্রিসমাস স্পেশাল মিল'

কলকাতা: 'ক্যাফে আকাশা' তাদের তৃতীয় বার্ষিক ক্রিসমাস স্পেশাল খাবারের উদ্বোধন ঘোষণা করেছে। এ হল মৌসুমি বিলাসের এক উদযাপন। এই খাবারে রয়েছে চিকেন মিন্স ক্র্যানবেরি পাই, একটি সুস্বাদু ক্রিসমাস পুডিং এবং পছন্দমাফিক একটি পানীয়। ২০২৪ সালের ১-৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আকাশা এয়ারের নেটওয়ার্কে এই মিল সার্ভিস উপলব্ধ থাকবে, এবং এটি সহজেই প্রি-বুক করা যাবে আকাশা এয়ারের ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপ থেকে। উল্লেখ্য, 'ক্যাফে আকাশা' হল আকাশা এয়ারের অনবোর্ড মিল সার্ভিস।

ভ্রমণের সময় গ্রাহকরা যাতে ছুটির মৌসুমের প্রকৃত রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করতে আকাশা এয়ারের ক্রিসমাস স্পেশাল খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিশেষ খাবারটি তৈরি করা হয়েছে ছুটির আনন্দ, বিলাসিতা এবং একসঙ্গে থাকার অনুভূতিকে প্রতিফলিত করার লক্ষ্যে।

আকাশা এয়ার ২০২২-এর অগাস্ট থেকে কার্যক্রম শুরু করার পর বিভিন্ন উৎসবের সঙ্গে যুক্ত আঞ্চলিক বিশেষ বিশেষ খাবার সরবরাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ক্যাফে আকাশা নিয়মিত তাদের মেনুতে নতুন সংযোজন করে, যাতে ৪৫টিরও বেশি খাবার অপশন, ফিউশন খাবার, আঞ্চলিক স্বাদযুক্ত অ্যাপেটাইজার এবং সুস্বাদু ডেজার্ট অন্তর্ভুক্ত থাকে। আকাশা এয়ারের গ্রাহক-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তি ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এটিকে কোটি কোটি গ্রাহকের পছন্দের বিমান সংস্থা করে তুলেছে।

মধ্যপ্রদেশ: আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড

নবদ্বীপ: আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসবে বুধবার 'সর্ববৃহৎ সমসাময়িক হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পাঠ'-এর জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল ভগবদ গীতার চিরকালীন শিক্ষাগুলি প্রচার এবং মধ্যপ্রদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রদর্শন।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটি ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি জনগণের সমবেত প্রয়াসকে তুলে ধরেছে। গীতা মহোৎসবের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন নিশ্চল বরোট। তাঁর নেতৃত্বে এই রেকর্ড প্রচেষ্টায় ৩,৭২১ জন অংশগ্রহণকারী একসঙ্গে ভগবদ গীতার শ্লোক পাঠ করেন। মুখ্যমন্ত্রী ড. যাদব এপ্রসঙ্গে বলেন, এই ঐতিহাসিক অর্জন সর্বস্তরের জনগণের সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিকে প্রতিফলিত করেছে। এই সাফল্য মধ্যপ্রদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং সংগঠন ক্ষমতার প্রমাণ। এই সফল প্রচেষ্টা মধ্যপ্রদেশের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির প্রতি বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে রক্ষা ও উদযাপনে এই রাজ্যের নেতৃত্বকে আরও শক্তিশালী করেছে। আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসবে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং ভগবদ গীতার গভীর জ্ঞানের আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যুবসঙ্গম পর্যায় ৫: আইআইটি যোধপুরের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের পড়ুয়ারা

কলকাতা: ভারত সরকারের ‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত যুবসঙ্গম’ কর্মসূচির পঞ্চম পর্বের অংশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ৩৯ জন পড়ুয়া আইআইটি যোধপুরের জন্য রওনা হয়েছে। আইআইইএসটি শিবপুরিনে একটি ওরিয়েন্টেশন সেশন এবং ফ্ল্যাগ-অফ ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে শিক্ষাবিদ এবং পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত কাজী মাসুম আখতার উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের নোডাল ইনস্টিটিউট হল IIEST শিবপুর, রাজস্থানের নোডাল ইনস্টিটিউট হল IIT যোধপুর। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি পড়ুয়ারা ১৪-১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত আইআইটি যোধপুরে থাকবেন। এই সফরের ফলে দুই রাজ্যের মধ্যে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ধারণার বিনিময় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। পর্যটন, ঐতিহ্য, অগ্রগতি, প্রযুক্তি এবং পারস্পরিক যোগাযোগের প্রচারও এই প্রয়াসের অংশ। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে পড়ুয়ারা ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান রাজস্থান আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয়, যশবন্তথারা, মেহরানগড় ফোর্ট, তুরজিকাঝালরা, ওসিয়ান মন্দির সহ সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলি ভ্রমণ করবেন এবং সেনা যুদ্ধের প্রবীণদের সাথে দেখা করবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৫ সালে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী উদযাপনের জন্য রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের সময় জন-মানুষের সংযোগের প্রস্তাব করেছিলেন। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত (EBSB) প্রোগ্রামটি ২০১৬ সালে বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে সম্পৃক্ততা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রচারের জন্য চালু করা হয়েছিল। যুব সঙ্গমে উল্লেখযোগ্য উৎসাহ দেখা গেছে, শেষ পর্যায়ে নিবন্ধন ৪৪,০০০ ছুঁয়েছিল। এখনও পর্যন্ত, ভারত জুড়ে ৪,৭৯৫ জন যুবক ২০২২ সালে পাইলট পর্ব সহ ১১৪ টি ট্যুরে অংশগ্রহণ করেছে। যুবসঙ্গমের পঞ্চম ধাপের জন্য কুড়িটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচিত করা হয়েছে, একটি কর্মসূচি যার লক্ষ্য পাঁচটি ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক এক্সপোজার প্রচার করা: পর্যটন (পর্যটন), পরম্পরা (ঐতিহ্য), প্রগতি (উন্নয়ন), পরস্পর সম্পার্ক (মানুষ থেকে মানুষ সংযোগ), এবং প্রযোজকি (প্রযুক্তি)। উপরন্তু, তাদের নোডাল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে এই রাজ্য/ ইউটি-এর অংশগ্রহণকারীরা তাদের জুটিবদ্ধ রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে যাবে।

এসে গেল মাই মিউজ় : ভারতের প্রথম যৌন সুস্থতা সংক্রান্ত ব্র্যান্ড

কলকাতা: মাই মিউজ় হল স্বামী-স্ত্রী জুটি সাহিল এবং অনুষ্কা গুপ্তা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম এবং শীর্ষস্থানীয় যৌন সুস্থতা সংক্রান্ত ব্র্যান্ড। বিগত তিন বছরে, মাই মিউজ় কার্যত এক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, যেখানে ভারতীয়রা যৌন আনন্দলাভকে তাঁদের সুস্থতার যাত্রার মূল অংশ হিসেবে দেখার উৎসাহ পেয়েছেন। ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে ভারতের পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য অনুঘটক হয়ে ওঠা এই ব্র্যান্ড, মানুষকে পারস্পরিক সংযোগ এবং আত্ম-আবিষ্কারকে অগ্রাধিকার দিতে সাহায্য করে চলেছে। মাই মিউজ়ের আত্মপ্রকাশের আগে পর্যন্ত, ভারতে উন্নত মানসম্পন্ন অন্তরঙ্গ পণ্য খুঁজে পাওয়া ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাজার ভরিয়ে রেখেছিল সস্তা, অসুরক্ষিত বিভিন্ন বিকল্প পণ্য। এবং সেগুলিকে প্রায়শই লজ্জাজনক হিসাবে বিবেচনা করে লুকিয়ে রাখা হত। সামাজিক মাধ্যমে ইনটিমেসি এবং যৌন স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা বাড়লেও ঘনিষ্ঠতা এবং অন্তরঙ্গতার আনন্দ নিয়ে কথোপকথন খুব কমই হত। সাহিল এবং অনুষ্কা বুঝতে পেরেছিলেন যে মানুষকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে আরও প্রফুল্ল করে তুলতে পারে এমন উচ্চ মানের পণ্যের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং সেই বিরাট শূন্যতা পূরণ করতে কাজ শুরু করেন তাঁরা। মাই মিউজ় যখন পথ চলা শুরু করেছিল, তখন তাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পণ্য বিক্রি করা ছিল না, বরং তারা এক নতুন ধারার কথোপকথন শুরু করার উপরে জোর দিয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতা দম্পতি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং বছরের পর বছর কঠোর গবেষণার ভিত্তিতে আধুনিক ভারতীয়দের জন্য বিশেষভাবে ডিজ়াইন করা এমন সব সামগ্রী তৈরি করেন- যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিচক্ষণ, সহজ এবং নতুনদের জন্য উপযুক্ত। শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু তৈরি করা এবং ভোগ ও এলে-এর মতো শীর্ষ প্রকাশনাগুলির প্রাথমিক সহায়তায় মাই মিউজ় যৌন সুস্থতার ক্ষেত্রে এক বিশ্বস্ত, পথপ্রদর্শক ব্র্যান্ড হিসাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছে। মাই মিউজ় ভারতে অন্তরঙ্গতা সম্পর্কে আরও খোলামেলা এবং স্বচ্ছ কথোপকথনের দরজা খুলে দিয়েছে।

বিয়ের দিনে নিজেদের সেরা দেখাতে কনেদের জন্য পাঁচটি টিপস শেয়ার ইয়াসমিন করাচিওয়ালার

কলকাতা: ফিটনেস কোচ এবং পাইলেটস বিশেষজ্ঞ ইয়াসমিন করাচিওয়ালা কনেদের বিয়ের দিনে আত্মবিশ্বাসী এবং আনন্দবোধ করতে সাহায্য করার জন্য পাঁচটি টিপস শেয়ার করেছেন।

১. স্ন্যাক হিসেবে খান ক্যালিফোর্নিয়া আমন্ড: প্রয়োজনীয় পুষ্টি সমৃদ্ধ একটি সুষম খাদ্য খাওয়া এসময় গুরুত্বপূর্ণ। ক্যালিফোর্নিয়া আমন্ড স্মার্ট স্ন্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত কারণ এতে রয়েছে অসংখ্য পুষ্টিগুণ।

২. ওয়ার্কআউট হল চাবিকাঠি: নিয়মিত ওয়ার্কআউট রক্ত সঞ্চালনকে উন্নত করে, ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বাড়ায়। প্রতিদিন তিনটি ১০-মিনিটের সেশনে ব্যায়ামের উপর ফোকাস করলে আপনি ফিট থাকবেন এবং আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন।

৩. হাইড্রেশন অপরিহার্য: হাইড্রেটেড থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি হজমে উন্নতি করে, চাপ কমায় এবং ত্বকের স্বাস্থ্য উন্নত করে। একটি জলের বোতল সঙ্গে রাখুন এবং ধারাবাহিক হাইড্রেশন নিশ্চিত করতে অ্যালার্ম দিয়ে মনে করে জল খান।

৪. শ্বাস প্রশ্বাস এবং মুভমেন্টের মাধ্যমে স্ট্রেস ম্যানেজ করুন: মনকে শান্ত করতে এবং অক্সিজেন প্রবাহকে উন্নত করতে মননশীল হয়ে শ্বাস নিন এবং হালকা যোগব্যায়াম করুন।

৫. বিশ্রামকে অগ্রাধিকার দিন: প্রতি রাতে কমপক্ষে ৭-৮ ঘন্টা মানসম্পন্ন ঘুমের লক্ষ্য রাখুন। ভালভাবে বিশ্রাম নিলে বিয়ের কনেকে আরো উজ্জ্বল ও স্বচ্ছল দেখাবে।

ফিজিক্সওয়ালার সাথে হাত মিলিয়েছে এনএসডিসি ইন্টারন্যাশনাল

শিলিগুড়ি: ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ইন্টারন্যাশনাল (এনএসডিসি ইন্টারন্যাশনাল) এবং ভারতীয় এডটেক কোম্পানি ফিজিক্সওয়ালাহ (পিডব্লিউ), যৌথভাবে ভারত ইনোভেশন গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেড (বিআইজি) নামে পরিচিত একটি উদ্যোগ চালু করেছে। এর লক্ষ্য হল কর্মশক্তির চাহিদার সাথে শিক্ষাকে একত্রিত করা এবং নমনীয়, প্রযুক্তি-চালিত শিক্ষার পথের মাধ্যমে শিক্ষাবিদ এবং কর্মসংস্থানের মধ্যে ব্যবধান পূরণ করা। বিআইজি হল একটি সরকারী উদ্যোগ যার লক্ষ্য হল একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়াদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে শিল্প-প্রাসঙ্গিক ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুত করা। এটি সরকারী সেক্টরের কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, আধুনিক শাসনের চাহিদা মেটাতে তাদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করে। এই উদ্যোগটি সাম্প্রতিক উন্নয়নের সাথে সারিবদ্ধ, যেমন ইউজিসি নির্দেশিকা অনলাইন কোর্সের অনুমতি দেয় এবং শিক্ষায় নমনীয়তার উপর জাতীয় শিক্ষা নীতির জোর দেয়। এটি নিশ্চিত করবে যাতে কর্মীদের জনসেবা প্রদানে সহায়তা করা এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া। বিআইজি-এর ডিজিটাল শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম এআই-চালিত ক্যারিয়ার নির্দেশিকা, গ্যামিফিকেশন, অভিযোজিত শেখার সরঞ্জাম এবং নিরাপদ এলএমএস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মাপযোগ্য। এটি বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের পড়ুয়াদের অ্যাক্সেসযোগ্য এবং ব্যক্তিগতকৃত শেখার অভিজ্ঞতা প্রদান করে, যা তাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করবে। এই অনুষ্ঠানে, সিইও এনএসডিসি এবং এমডি এনএসডিসি ইন্টারন্যাশনাল শ্রী বেদ মণি তিওয়ারি বলেন, “এনএসডিসি ইন্টারন্যাশনাল ভারত ইনোভেশন গ্লোবাল উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষা এবং শিল্পের চাহিদার মধ্যে ব্যবধান পূরণ করতে ফিজিক্সওয়ালাহ এর সাথে অংশীদারিত্ব করতে পেরে আনন্দিত। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল লক্ষ লক্ষ পড়ুয়াদেরকে ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার সাথে সজ্জিত করা। অংশীদারিত্বের লক্ষ্য হল উদ্ভাবনী শিক্ষার পথ তৈরি করা, যাতে চাকরির জন্য প্রস্তুত ব্যক্তিরা ভারতের বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে।”

মেরিনো কলকাতায় আর্কিটেক্ট এবং ডিজাইনারদের অনুপ্রেরণার এক্সক্লুসিভ সন্ধ্যার আয়োজন

কলকাতা: মেরিনো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কলকাতার মার্জিত রাজকুটির বুটিক হোটেলে মেরিনো মানান-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। যার থিম ছিল “থটফুল ডিজাইন সলিউশন বাই মেরিনো”। এই এক্সক্লুসিভ সন্ধ্যা চিন্তাপূর্ণ ডিজাইনের মাধ্যমে ডিজাইন জগতের সমাধান উদযাপন করে।

ইভেন্টটি আর্কিটেক্ট, ডিজাইনার এবং চিন্তাশীল নেতৃত্বকে এক সঙ্গে এনেছে। লক্ষ্য চিন্তাশীল ডিজাইন ব্যবহারের মাধ্যমে সকলের অভিজ্ঞতাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা। মি মনোজ লোহিয়া, ডিরেক্টর, মেরিনো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ডিজাইন করার সময় সহানুভূতি এবং চিন্তাশীলতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। ইভেন্টে মেরিনোর সাম্প্রতিক অফারের প্রদর্শন করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সম্পাদ ল্যামিনেট কালেকশন এবং মিস্টিক, একটি নতুন বিশ্রামাগার কিউবিকেল মডেল। দুই নেতৃস্থানীয় আর্কিটেক্ট এই ডিজাইনের বিষয়ে তাদের ভিউ শেয়ার করেছেন। এতে থাকা সহানুভূতি এবং অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। বিখ্যাত অভিনেতা, পরিচালক, এবং জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাতা, মি সঞ্জয় নাগ, গল্প বলার কৌশলের ওপর বক্তব্য দিয়েছেন। এভাবেই মেরিনো মানান একটি ভ্রমণে সহযোগী প্ল্যাটফর্ম হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

কোচবিহার ল্যান্ডডাউন অনুষ্ঠিত হল এমএসএমই মাস উদযাপন

শীতের রাতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় শিক্ষক দম্পতি ও তাদের দুই শিশু সন্তানের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক শিক্ষক দম্পতি ও তাঁদের দুই শিশু সন্তানের। ১৬-ডিসেম্বর রবিবার রাতে দুর্ঘটনা হয় কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি থানার কালজানির কুয়ারপাড় এলাকায়। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই চারজনের নাম সঞ্জিত রায় (৪১), বিপাশা রায় (৩২) এবং তাঁদের দুই শিশু সন্তান ইশাশ্রী (৫), ইভান (২)। তাদের বাড়ি বাণেশ্বরের কাউয়ের ডেরা এলাকায়। সঞ্জিত উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক এবং তাঁর স্ত্রী বিপাশা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। সোমবার সঞ্জিতদের বাড়ির সামনে ভেঙে পড়ে গোটা গ্রাম। কান্নায় ভেঙে পড়েন মানুষজন। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। তিনি ওই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও দেখা করেন। তিনি বলেন, "আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। রাস্তা থেকে প্রায় বারো-পনেরো ফুট দূরে গিয়ে গাড়িটি পড়ে। গাড়িটি সম্ভবত একটু জোরেই চলছিল। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছি।"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তুফানগঞ্জে এক আত্মীয়ের বিয়ে বাড়ি থেকে নিজের চার চাকা গাড়ি নিজেই চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন সঞ্জিত। কুয়ারপাড়ে একটি কালভার্টে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। পাশের পুকুরে পড়ে যায় গাড়িটি। গাড়ি জলে ডুবে যায়। পুলিশের ধারণা, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রত্যেকের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, হেরিটেজ রোডের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। রাস্তাটিও কিছুটা আঁকাবাঁকা। শীতের রাতে রাস্তায় কিছুটা কুয়াশাও পড়েছিল। ওই রাস্তাতেই কুয়ারপাড়ে রাত সোয়া ১১ টা নাগাদ সঞ্জিতদের গাড়ি পৌঁছায়। সেখানেই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। কালভার্টের পাশে একটি বড় পুকুর রয়েছে। সেখানেই পড়ে যায় গাড়িটি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মাস তিনেক আগে একটি ছোট গাড়ি কিনেছিলেন সঞ্জিত। অল্প সময়ে তিনি গাড়ি চালানোও শিখে নেন। গ্রামের মানুষদের কথায়, "খুব ভালো ছেলে ছিল সঞ্জিত। গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষের বিপদে তিনি পাশে থাকতেন।" তাঁর মা সুনীতিবালা রায় বার বার অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন। সঞ্জিতের সহকর্মী সঞ্জয় অধিকারী বলেন, "আমি রাত বারোটা থেকে টানা ফোন করেছি সঞ্জিতকে। ফোন তোলেনি। তখনই বুঝেছি কোনও বিপদ হয়েছে। কিন্তু এতবড় বিপদ ভাবিনি।"

বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায়, তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায় ওই বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান। পরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ওই বাড়িতে যান। তিনি জানিয়েছেন, গ্রামের মানুষজন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কিছু করার কথা বলেছেন। তারা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছেন।

পানীয় জলের দাবিতে ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: জল-জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ নিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান থেকে সদস্যরা। ১০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের উদ্যোগে 'জল জীবন' প্রকল্প নিয়ে একটি অনুষ্ঠান হয়। সেখানে কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মণ, সহ সভাপতি আব্দুল জলিল আহমেদ থেকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের অধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে জেলা পরিষদের প্রতিনিধিরা দাবি করেন, ওই প্রকল্পের অধিকাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে। আর তখনই শুরু হয় বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, অনেক গ্রামে এখনও পাইপ বসেনি। দিনহাটার বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সিতারানী সাহা রায়ের স্বামী কমল রায় বলেন, "আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে বেশ কয়েকটি বুথে এখনও জল পৌঁছায়নি। পাইপ লাইন বসেনি। বাড়ি বাড়ি সংযোগ তো দূরের বিষয়।" পুঁটিমারী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী নুরুল ইসলাম বলেন, "আমাদের গ্রামে কোনও কাজ হয়নি। জলাধার নির্মাণের কাজ অর্ধেক হয়নি। পাইপ লাইন তো আরও অনেক দূরের ব্যাপার। এরা বলছে ষাট শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে। আমার এখানে দশ শতাংশ কাজ হয়নি। তাই আমরা মিটিং থেকে চলে যাব।" এমন অভিযোগ অনেকেই করেন। কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা রায় বলেন, "এটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প। অনেক বড় প্রকল্প। তার কাজ চলছে। ২০২৪ এর মধ্যে সেই কাজ শেষ করার কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। ২০২৫ এ সম্পন্ন করা হবে। তা নিয়ে কিছু ক্ষোভ বিক্ষোভ রয়েছে। তবে সব মানুষ জল পাবেন।" কিছুদিন আগেই কোচবিহারে এসেছিলেন জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের মন্ত্রী পুলক রায়। তিনি জানিয়েছিলেন, কোচবিহারে গ্রামীণ এলাকায় বাড়ি বাড়ি জল প্রকল্পে ৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ১১৪ পরিবার পরিষেবা পাবে। তার মধ্যে ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ২০৯ বাড়িতে জল পৌঁছে গেছে। সব মিলিয়ে ৬১ শতাংশ কাজ হয়েছে কোচবিহারে। রাজ্যের সেরার তালিকায় কোচবিহার জেলা ছয় নম্বরে থাকলেও উত্তরবঙ্গে ওই কাজে কোচবিহার জেলা সেরা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কালিম্পং। সেখানে ওই প্রকল্পের কাজ হয়েছে ৪৮.১৮ শতাংশ এবং উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা। ওই জেলায় ৪৭.৯৫ শতাংশ কাজ হয়েছে। মন্ত্রী জানিয়েছিলেন বাকি কাজ ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করা হবে।

ঝিনুক কুড়াতে গিয়ে প্রাণ হারাল ৩ শিশু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ঝিনুক কুড়াতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল তিন শিশুর। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়। কান্নায় ভেঙে পরেছেন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা মহকুমার জোরপাটকি হাসানের ঘাট ধরলা নদীতে। জানা গেছে, আকাশ অধিকারী ও সুস্মিতা অধিকারী মামার বাড়িতে ঘুরতে এসেছিলেন। মামাতো ভাই সহ তিনজন জোরপাটকি হাসানের ঘাট এলাকায় ধরলা নদীতে ঝিনুক কুড়াতে গিয়ে জলে ডুবে যায়। স্থানীয়রা তিনজনকে উদ্ধার করে। তাদের উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসকরা মৃত বলে জানায়।

আবাস নিয়ে অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে আবাস তালিকায় নাম না থাকার অভিযোগে অবরোধে সামিল হলেন কোচবিহারের সুটকাবাড়ির বাসিন্দাদের একটি অংশ। ১৩ ডিসেম্বর সকাল ১০ টা থেকে প্রায় চার ঘন্টা কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন তাঁরা। আবাস নিয়ে বিক্ষোভ হয়েছে তুফানগঞ্জে ও দিনহাটাতেও। সুটকাবাড়ির বিক্ষোভকারী মানুষদের অভিযোগ, ২০২১ সালে ঘূর্ণিঝড়ে তাদের অনেকের ঘর ভেঙে যায়। তারপর থেকে বেশ কিছু পরিবার ভাঙা ঘরেই বসবাস করছেন। সেই বাসিন্দাদের কারও নাম আবাস তালিকায় নেই। রাজ্যের শাসক দলের নেতা-কর্মীরাও আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়ান। পরে সেখানে পৌঁছান কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন দত্ত, কোচবিহার জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ। পরে প্রশাসনের কর্তাদের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন দত্ত বলেন, "বাসিন্দাদের অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।" সুটকাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যদের কয়েকজন জানান, সুটকাবাড়ি অঞ্চলে ৪৪৬ টি ঘর এসেছে। কিন্তু তা সঠিক ভাবে বন্টন হয়নি। যাদের প্রয়োজন আছে তাঁদের অনেকের নাম তালিকায় নেই। তুফানগঞ্জের শালবাড়িতে আবাস তালিকায় নাম না থাকায় বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ। এর মধ্যেই আবাস তালিকায় প্রথম দফায় নাম থাকা বাসিন্দাদের একাউন্টে টাকা দিতে শুরু করেছে রাজ্য সরকার। কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারের দু'জন বাসিন্দারা হাতে প্রথম দফার টাকা তুলে দেন। ২১ ডিসেম্বর থেকে প্রথম দফায় নাম থাকা প্রত্যেকের একাউন্টে প্রথম কিস্তির টাকা ঢুকবে।

সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযান নিয়ে খুশি নন সন্তোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সদস্যপদ সংগ্রহ নিয়ে খুশি নন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ। ৮ ডিসেম্বর রবিবার সদস্য সংগ্রহ অভিযান নিয়ে খোঁজ নিতে কোচবিহারে দলের বৈঠকে যোগ দেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বিএল সন্তোষ। দলীয় সূত্রেই জানা গিয়েছে, সদস্যপদ সংগ্রহের গতি নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট নন। সদস্য সংখ্যা দ্রুত বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সদস্যপদ সংগ্রহের সময়সীমা আরও বাড়িয়েও দেওয়া হয়। আগের দেওয়া সময় অনুযায়ী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সদস্যপদ সংগ্রহের কাজ শেষ করার কথা ছিল। এবারে তা আরও সাতদিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলবে। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, "সদস্যপদ সংগ্রহের কাজ নিয়ে আলোচনা করতেই দলের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) এসেছিলেন। তিনি ওই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।"

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কোচবিহারে বিজেপির। সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন ৬৬ হাজার মানুষ। তার মধ্যে সব থেকে বেশি সদস্য রয়েছে তুফানগঞ্জে। সেখানে ১৩ হাজারের মতো সদস্য হয়েছে। এরপরেই রয়েছে মাথাভাঙা ও কোচবিহার উত্তর। সব থেকে পিছিয়ে থাকা এলাকাগুলির মধ্যে রয়েছে দিনহাটার মতো জায়গা। ছয় বছর আগে মিসডকলের মধ্যে দিয়ে সদস্য সংগ্রহ করেছিল বিজেপি। সে সময় বিজেপির সদস্য সংখ্যা দুই লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যদিও বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, ওই সময়ে মিসডকলের সঙ্গেই ফর্মপূরণ করে সদস্য সংগ্রহ করা হয়। সেই হিসেবে সক্রিয় সদস্য (যারা মিসডকলের পাশাপাশি ফর্মপূরণ করেছিল) ছিল আশি হাজারের মতো। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দলের কোচবিহার জেলার এক নেতা বলেন, "কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সদস্যপদ বাড়ানোর বিষয়ে আরও জোর দিতে বলেছেন। যাতে গতবারের সক্রিয় সদস্য সংখ্যা থেকে বেশি মানুষকে সদস্য করা যায়।"

গরু পাচারের সময় বিএসএফের রবার বুলেটে জখম এক বাংলাদেশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চোরা কারবার রুখতে এবারে গুলি চলল কোচবিহারের দিনহাটার গীতালদহ সীমান্তে। ৭ ডিসেম্বর শনিবার ভোর রাতে কোচবিহারের দিনহাটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মদনাকুড়া এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে। এবারে অবশ্য বিএসএফ রবার বুলেট চালিয়েছে। ওই বুলেটের আঘাতে বাংলাদেশের লালমনিরহাটের বাসিন্দা হেলাল হোসেন মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাকে প্রথমে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে এবং পরে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বুলেটের আঘাত তার মাথায় লেগেছে। ওই ব্যক্তি গরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। বিএসএফের এক আধিকারিক বলেন, "পাচার রুখতে গেলে বিএসএফের উপর হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। বিএসএফ জওয়ান রবার বুলেট ছুঁড়তে বাধ্য হয়েছে।"

কোচবিহারের বাংলাদেশ সীমান্তের একাধিক জায়গায় কাঁটাতার নেই। সেই সুযোগ নিয়ে সেই সব এলাকায় চোরাকারবারীদের দৌরাত্ম্যে চলে। শীতকালে কুয়াশা পড়তেই চোরাকারবারীদের দৌরাত্ম্যে বেড়ে যায়। এবারেও তা শুরু হয়। কিন্তু এবারে পরিস্থিতি কিছুটা অন্যরকম। বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতির জেরে বিএসএফের নজরদারি কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে।

এদিন গরু পাচারের সময় বিএসএফকে চ্যালেঞ্জ করলে গন্ডগোল শুরু হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে বিএসএফ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। শীতের রাতে ঘন কুয়াশা থাকার সুযোগ নিয়ে মদনাকুড়া এলাকায় গরু পাচারের চেষ্টা করছিল একদল দুষ্কৃতীদের একটি দল। সেই সময়েই সেখানে কর্তব্যরত ৯০ ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফের জওয়ানরা গরু পাচারে বাধা দেয়। তখন পাচারকারীদের দল বিএসএফের উপরে চড়াও হয়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে গন্ডগোল চলে। নিজেদের আত্মরক্ষার্থে বিএসএফ জওয়ানরা রবার বুলেট চালায়। সেই রবার বুলেটের আঘাতেই গুরুতর জখম হয় এক বাংলাদেশি। কর্তব্যতার বিএসএফ জওয়ানরাই ওই বাংলাদেশিকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করান। শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় ওই ব্যক্তিকে কোচবিহারে এমজেএন মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96